‘ক’ সেট

নমুনা উত্তর

এসএসসি-২০১৮

বিষয় ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (সৃজনশীল)

(২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় কোড ঃ ১৫৩

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

*	প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।	
*	প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
*	উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।	
*	পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।	

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও **সম্ভাব্য নমুনা উত্তর** (Sample Answer)

এসএসসি পরীক্ষা ২০১৮

বিষয় ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা **বিষয় কোড ঃ ১ ৫ ৩**

১নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১ (ক)	১	নরসিংদী জেলার নাম শুদ্ধ বানানে লিখতে পারলে ।
	০	সঠিত তথ্য দিতে না পারলে ।

১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

নরসিংদী জেলায়

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১ (খ)	২	মানুষ ও তার সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনের লিখিত ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস কথাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মানুষ ও তার সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনের লিখিত ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস তথ্যটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মানুষ ও তার সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনের লিখিত ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস । ইতিহাসে সমাজ সভ্যতার উন্নতি, অগ্রগতি মানুষের জীবনযাত্রা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, যুদ্ধ, আইন, স্থাপত্য, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদির লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় বলে ইতিহাসকে লিখিত দলিল বলা হয় ।

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্যের সাথে ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানুষ, তার সমাজ, সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তন, উন্নতি ও অগ্রগতির বিবরণ এ তথ্য মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানুষ, তার সমাজ সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তন উন্নতি ও অগ্রগতির বিবরণ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ, তার সমাজ, সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তন, উন্নতি ও অগ্রগতির বিবরণ ইত্যাদি ইতিহাসের বিষয়বস্তু শুধু এ তথ্যটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ, তার সমাজ, সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তন, উন্নতি ও অগ্রগতির বিবরণ ইত্যাদি । যেমন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম আইন সামগ্রিকভাবে যা কিছু সমাজ সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু ।

উদ্দীপকে ম্যাডামের কথা মানব সমাজের শুরু থেকে যাবতীয় কর্মকান্ড জীবনযাত্রার অগ্রগতি ইতিহাস থেকে জানা যায় কথাটি যথার্থ । কারণ মানব সমাজের যাবতীয় কর্মকান্ড ও জীবনযাত্রার অগ্রগতিই হচ্ছে ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু ।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ঘ)	৪	ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে, ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে । বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ জাগে, যা বাস্তব জীবনে চলার জন্য উৎকৃষ্টতম শিক্ষা এই প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীমি উক্তিটি পরিপূর্ণ তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে, ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে । বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ জাগে, যা বাস্তব জীবনে চলার জন্য উৎকৃষ্টতম শিক্ষা এই প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীমি -উক্তিটি শুধু ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয় অপরিসীম-কথাটির ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ তথ্য দিতে না পারলে ।
	১	ইতিহাস পাঠের যে কোনে একটি গুরুত্ব লিখতে পারলে
	০	অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ইতিহাস সচেতন মানুষ দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে । ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে, ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে । ইতিহাস পাঠের ফলে মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজ দেশ সম্পর্কে মঙ্গল ও অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব ।

ইতিহাস মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে । আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ, জাতির সফল সংগ্রাম ও গৌরবময় ঐতিহ্যের তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এবং তা পাঠককে আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলে । বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর উত্থান পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালোমন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারে । ফলে সে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে । ইতিহাস পাঠ করলে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ জাগে, যা বাস্তব জীবনে চলার জন্য উৎকৃষ্টতম শিক্ষা । তাই দেশ জাতির অগ্রগতির জন্য ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম কথাটি যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ ।

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (ক)	১	বরিশাল কথাটি শুদ্ধ বানানে লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বরিশাল

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (খ)	২	প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো হতে আমরা তৎকালিন বাংলার ভৌগলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাই তথ্যটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো হতে আমরা তৎকালিন বাংলার ভৌগলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাই এ তথ্যটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো হতে আমরা তৎকালীন বাংলার ভৌগলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা লাভ করতে পারি । যেহেতু এ প্রাচীন জনপদগুলিই ছিল আমার বর্তমান বাংলার প্রাচীন রূপ তাই আমাদের নিজেদের অতীত সম্পর্কে জানতেই প্রাচীন জনপদগুলোর পরিচয় জানা প্রয়োজন ।

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (গ)	৩	উদ্দীপকে বর্ণিত আশরাফ স্যারের বর্ণনার সাথে তাম্রলিপ্ত জনপদের বিবরণের মিল পাওয়া যায় সেটি মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তাম্রলিপ্ত জনপদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	তাম্রলিপ্ত জনপদটির নাম লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আশরাফ স্যারের বর্ণনার সাথে প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপ্ত জনপদের বিবরণ পাওয়া যায় । হরিকেলের উত্তরে অবস্থিত ছিল এ তাম্রলিপ্ত জনপদ । বর্তমান মেদেনীপুর জেলার তমলুকই ছিল এ তাম্রলিপ্ত জনপদের মূলকেন্দ্র । এ জনপদটি ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী, নিচু এবং আর্দ্র । প্রাচীনকালে এ জনপদটি নৌ চলাচলের জন্য একটি আদর্শ জায়গা ছিল । এ অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে নৌ বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠে । উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপ্ত জনপদের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ।

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
২ (ঘ)	৪	• তাম্রলিপ্ত জনপদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল নৌ বাণিজ্যকেন্দ্র। বাণিজ্য কেন্দ্র একটি অঞ্চলের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা পরিপূর্ণ তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
	৩	• তাম্রলিপ্ত জনপদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল নৌ-বাণিজ্যকেন্দ্র কথাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	• তাম্রলিপ্ত জনপদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল নৌ বাণিজ্যকেন্দ্র কথাটির ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ তথ্য না দিলে।
	১	• তাম্রলিপ্ত জনপদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল নৌ বাণিজ্যকেন্দ্র কথাটি লিখতে পারলে।
	০	• সঠিক তথ্য না দিলে

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উক্ত তাম্রলিপ্ত জনপদটিতেই ছিল নৌ বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। যেটি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। যেহেতু এ বন্দরটি ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী সেহেতু এ অঞ্চলের নৌ বাণিজ্য সহজতর ছিল। একটি অঞ্চলের সমৃদ্ধির জন্য এটি একটি জরুরি বিষয়। তৎকালিন সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যির জন্য নৌপথই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নদীপথে খুব সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পণ্য সরবরাহ করা যেত। এতে একদিকে যেমন পণ্যের চাহিদা মিটত অন্যদিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটত। যদিও আট শতকের পর হতেই এ তাম্রলিপ্ত নদী বন্দরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এর পূর্বে এ বন্দরই ছিল এ জনপদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩ (ক)	১	গ্রীক বিজ্ঞানীরা শব্দটি শুদ্ধ বানানে লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

গ্রীক বিজ্ঞানীরা

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩ (খ)	২	কেন মমিকে রক্ষার জন্য মিশরীয়রা পিরামিড তৈরি করেছিল এটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মমিকে রক্ষার জন্য মিশরীয়রা পিরামিড তৈরি করেছিল এ তথ্যটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মমিকে রক্ষার জন্য মিশরীয়রা পিরামিড তৈরি করেছিলেন । মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল মৃত্যু ব্যক্তি আবার একটি বেঁচে উঠবে সে কারণে তারা মৃত ব্যক্তির দেহকে তাজা রাখার জন্য এক বিশেষ পদ্ধতিতে দেহকে মমি করে রাখত ।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩ (গ)	৩	সাইমার দেখা উদ্দীপকের শহরের সাথে সিন্ধু সভ্যতার মিল আছে সেটি মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে্
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সিন্ধু সভ্যতার নাম লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সাইমার দেখা শহরের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সিন্ধু সভ্যতার মিল লক্ষ্য করা যায় । সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে ওঠা উপমহাদেশের এ প্রাচীন সভ্যটাটি নগর সভ্যতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপকে যে শহরটির বর্ণনা দেখা হয়েছে তাতে শহরের প্রশস্ত সোজা ও পাকা রাস্তা, সুন্দর সুন্দর নকশা করা দালান কোঠা, রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ লাইট পোস্ট, পানি নিষ্কাশনের জন্য সুব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে । উপরিউক্ত বর্ণনার মতো সিন্ধু সভ্যতার প্রশস্ত সোজা ও পাকা রাস্তা, সুন্দর সুন্দর নকশা করা দালান কোঠা, সুন্দর সুন্দর নকশা করা দালান কোঠা, রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ লাইট পোস্ট, পানি নিষ্কাশনের জন্য সুব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে । তাই আমি মনে করি সাইমার দেখা শহরের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সিন্ধু সভ্যতার মিল রয়েছে ।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৩ (ঘ)	৪	সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখেছে- কথাটির সপক্ষে পরিপূর্ণ তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখেছে এই বিষয়টি শুধু ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখেছে- কথাটির ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ তথ্য না দিলে ।
	১	সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখেছে- তথ্যাটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আমি মনে করি উক্ত সভ্যতার অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখেছে । সিন্ধু সভ্যতার মানুষগুলো প্রথম আধুনিক বাড়িঘর তৈরি করেন । সেখানে দুই কক্ষ হতে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধান পাওয়া যায় । সিন্ধু সভ্যতার দুই তিন তলা ঘরের সন্ধানও পাওয়া গেছে । সেখানে বৃহৎ মিলনায়তন, শস্যাগার, বৃহৎ স্নানাগারের সন্ধান পাওয়া যায় । পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমা সংযুক্ত করা হতো মূল নর্দমা বা পয়:প্রণালীর সাথে । রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট পাওয়া যেত । সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলির নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এ সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতার অভ্যস্ত ছিল । তাই আমি মনে করি উক্ত সভ্যতার অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখেছে ।

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (ক)	১	কবি সন্ধাকর নন্দীর নাম শুদ্ধ বানানে লিখতে পারলে
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কবি সন্ধাকর নন্দী ।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (খ)	২	রাজা গোপালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মাৎস্যান্যায় এর অবসান কীভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	রাজা গোপালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মাৎস্যান্যায় এর অবসান ঘটে এ তথ্যটি লিখতে পারলে
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মাৎস্যান্যায় এর অবসান হয়। রাজা শশাংশের মৃত্যুর পর বাংলায় প্রায় শত বছরের অরাজকতা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটানোর জন্য সাধারণ জনগণ গোপালকে নির্বাচন করেন এবং মাৎস্যান্যায় এর অবসান ঘটে পাল বংশের যাত্রা শুরু হয়।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্যের সাথে রাজা বল্লাল সেনের মিল আছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারলে
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে রাজা বল্লাল সেনের চরিত্রের ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	রাজা বল্লাল সেনের নাম লিখতে পারলে
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

কবির সাহেবের চরিত্রের সাথে প্রাচীনকালের শাসক রাজা বল্লাল সেন এর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বল্লাল সেন ছিলেন সেন বংশের একজন রাজা। অত্যন্ত সুপন্ডিত ও বিদ্যানুরাগী রাজা বল্লাল সেন বেদ, স্মৃতি, পুরান প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। উদ্দীপকে যে রাজার কথা বলা হয়েছে তিনি অত্যন্ত সুপন্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্য অধ্যায়ন ও গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। তার একটি বিরাট গ্রন্থালয় ছিল। পাঠ্য বই মতে রাজা বল্লাল সেনের বিদ্যানুরাগীর পরিচয় পায়। তার একটি বিরাট গ্রন্থালয় ছিল। লেখক হিসাবেও সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বল্লাল সেনে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দানসাগর ও অদ্ভুত সাগর নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। উপরিউক্ত কথার প্রেক্ষিতে সহজেই অনুমান করা যায় কবির সাহেবের চরিত্রের সাথে প্রাচীনকালের রাজা বল্লাল সেনের পরিচয় পাওয়া যায়।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৪ (ঘ)	৪	রাজা বল্লাল সেন একজন সুপন্ডিত ছিলেন। তার বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ দান সাগর ও অদ্ভুত সাগর। তিনি শিল্পসাহিত্যিক কেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই প্রেক্ষিতে সাহিত্যের বিকাশের জন্য রাজা বল্লাল সেনের অবদান ছিল অপরিসীম– এটি পরিপূর্ণ তথ্য দিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারলে
	৩	সাহিত্যের বিকাশের জন্য রাজা বল্লাল সেনের অবদানসমূহের বর্ণনা দিতে পারলে।
	২	সাহিত্যের বিকাশের জন্য রাজা বল্লাল সেনের অবদানসমূহের আংশিক বর্ণনা দিলে।
	১	সাহিত্যের বিকাশের জন্য রাজা বল্লাল সেনের যে কোন একটি অবদান লিখতে পারলে
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

(ঘ) সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বল্লাল সেনের অবদান ছিল অপরিসীম। রাজা বল্লাল সেন শুধু একজন সফল শাসকই ছিলেন না তিনি একজন সুপন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তার বিদ্যানুরাগী চিন্তা চেতনার কথা তৎকালীন সময়ে বহুল আলোচিত ছিল। তিনি একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়েও রাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের পাশাপাশি নিজেকে শিল্প ও সাহিত্যের সাথে জড়িয়ে ফেলেন। তার পূর্বে বাংলার কোন প্রাচীন রাজা এরূপ লেখনি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেনি। তার লেখনির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার দান সাগর ও অদ্ভুত সাগর নামক গ্রন্থে। শুধু তিনিই নয় তার সময়কালে অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্য চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সকল কবি সাহিত্যিকদেরকে রাজা বল্লাল সেন পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজা বল্লাল সেনের উক্ত কর্মকান্ডের ফলে সাহিত্যের বিকাশ সহজতর হয়। তাই এ কথা আমরা বলতে পারি যে সাহিত্যের বিকাশের জন্য রাজা বল্লাল সেনের অবদান ছিল অপরিসীম।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (ক)	১	সঠিক বানানে জিয়াউদ্দিন বারানীর নাম লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য না দিতে পারলে ।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন বুলগাকপুর ।

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (খ)	২	শায়েস্তা খানের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিসমূহ উল্লেখকরতে পারলে ।
	১	শায়েস্তা খান তার জণহিতকর কার্যাবলির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন শুধু এটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

শায়েস্তা খান তার শাসন আমলে বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন । তার সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল । দেশের অর্থনীতি ও কৃষিক্ষেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন । জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । তার সময়ে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকার আট মণ চাউল পাওয়া যেত ।

শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যেও প্রসার । স্থাপত্য শিল্প বিকাশের জন্য এ যুগকে মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করা যায় ।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (গ)	৩	উদ্দীপকের মামুন সাহেবের সাথে বখতিয়ার খলজির কর্মকান্ড সংগতিপূর্ণ এটি লিখে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বখতিয়ার খলজির কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	বখতিয়ার খলজির কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	শুধুমাত্র বখতিয়ার খলজির নাম সঠিক বানানে লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মামুন খানের কর্মকান্ড তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার এর সাথে সংগতিপূর্ণ ।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন । তিনি আফগানিস্তানের গরমিস বা আধুনিক দশত-ই-মাগের অধিবাসী ছিলেন । তিনি জাতিতে তুর্কি বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক । তিনি গজনিতে শিহাবউদ্দিন ঘোরির সৈন্য বিভাগে চাকরি প্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন । খাটো, লম্বা হাত ও কুৎসতি চেহারার অধিকারী ছিলেন যা তুর্কীদেও নিকট অমঙ্গল বলে বিবেচিত হতো । এরপর বদাউনে যান এবং খানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিন তাকে মাসিক বেতনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেন । অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ কওে অযোধ্যা যান । সেখানকার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিন বখতিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তার

সন্তুষ্ট হয়ে বর্তমান মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব ভগবত ও ভিউলি নামক দুটি পরগণার জায়গির দান করেন। বখতিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ কওে পাশ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতার শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে বখতিয়ার খলজি যখন নদীয়ার দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হলেন ১৭/১৮ জন সৈন্য নিয়ে। এ ক্ষুদ্র দল রাজ প্রাসাদেও সামনে এসে প্রাসাদ রক্ষীদেও হত্যা করে। প্রাসাদ অরক্ষিত রেখে সকলে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়। এভাবেই তিনি বাংলা দখন করেন। উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে যে, মামুন খান ও ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মতই শারীরিক গঠন আকর্ষণীয় না হলেও কর্মকুশলতার বলে তিনি নতুন শাসনামলের সূচনা করেন।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৫ (ঘ)	৪	বখতিয়ার খলজিই প্রথম বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন এ বিষয়টি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারলে।
	৩	বখতিয়ার খলজি মুসলিম শাসন কীভাবে সূচনা করেন এ বিষয়টি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	বখতিয়ার খলজি মুসলিম শাসন কীভাবে সূচনা করেন তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারলে বা তথ্য কম থাকলে।
	১	বখতিয়ার খলজি বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন শুধু একটি লিখতে পারলে।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বখতিয়ার খলজি বাংলায় প্রথম মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। বাংলায় মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই এদেশে প্রথম মুসলমানদেও শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্ম ও মুসলামন সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। তার শাসনামলে বহু মাদ্রাসা মক্তব, মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। বিজিত অঞ্চলে তার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রজাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা ফলে জনগণও খুশি ছিলেন। তার শাসনামলে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মুসলমান শাসনকে সুদৃঢ় করে এবং তা পাঁচশত বছরের অধিক স্থায়ী হয়।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (ক)	১	১৬০০ খ্রিস্টাব্দে শব্দটি সঠিকভাবে লিখতে পারলে
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (খ)	২	ওলন্দাজ ও ইংরেজদেও মধ্যকার বিরোধের কারণে ওলন্দাজরা ভাতরবর্ষ ত্যাগ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মধ্যকার বিরোধের কারণে ওলন্দাজরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে তথ্যটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য না থাকলে

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ইংরেজদেও সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে ওলন্দাজরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন । ওলন্দাজ বা ডাচরা ১৬০২ সালে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসে । তারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করলেও ইংরেজদের সাথে তাদের বাণিজ্য নিয়ে বিবাদ সংঘর্ষ বাড়তে থাকে । ইংরেজদের সাথে বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় সকল বাণিজ্য কেন্দ্র গুটিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন ।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (গ)	৩	উদ্দীপকের তথ্যের সাথে ইতিহাস খ্যাত পলাশীর যুদ্ধের মিল আছে তা মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের তথ্য অনুযায়ী পলাশীর যুদ্ধেও ঘটনার বর্ণনা করতে পারলে ।
	১	পলাশীর যুদ্ধের নাম লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পলাশীর যুদ্ধেও মিল লক্ষ্য করা যায় ।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার নানা আলীবর্দী খানের মৃত্যুও পর ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন । কিন্তু খালা ঘসেটি বেগম, খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ এবং রাজন্যবর্গ রায়দুর্লভ, উর্মিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং সেনাপতি মীর জাফর তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেন । তাদের এ ধরনের বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন এবং দেশের শাসনভার চলে যায় বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ।

উদ্দীপকের আসাদ নানার মৃত্যুও পওে ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসলেও তিনি পারিবারিক ষড়যন্ত্র, দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও সেনাপতির বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তার শাসনভার চলে যায় বাণিজ্য গোষ্ঠীর হাতে ।

উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইতিহাস খ্যাত পলাশীল যুদ্ধের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৬ (ঘ)	৪	পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীনতা এবং এরই ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষেও স্বাধীনতা বৃটিশ ইস্ট কোম্পানির হাতে চলে যায়। ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এর প্রেক্ষিতে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
	৩	পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	পলাশীল যুদ্ধের ফলাফলের পরিপূর্ণ তথ্য না দিতে পারলে
	১	পলাশীর যুদ্ধের ফলাফলের যে কোন একটি তথ্য লিখতে পারলে।
	০	সঠিক তথ্য দিনে না পারলে।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীনতা এবং এরই ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষেও স্বাধীনতা বৃটিশ ইস্ট কোম্পানির হাতে চলে যায়। বৃটিশ ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসা করার জন্য আসলেও তারা বাংলার রাজনৈতিক দুরবস্থায় কথা বুঝতে পারে। তারা সিরাজউদ্দৌলার বিরোধিতাকারী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তাদের কাজে লাগায়। ফলে ইংরেজরা সহজেই পলাশীর যুদ্ধে জয় পেয়ে যায়। এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল আরো সুদূর প্রসারী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীর জাফরকে ক্ষমতায় বসালেও সে ক্ষমতা ছিল নামমাত্র। অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। তারা বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে, প্রচুর অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার করে। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তিগুলোকে তারা এদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করে। ইংরেজরা এদেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রথমে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হরণ করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় পুরো ভারতের স্বাধীনতা কোম্পানি গ্রহণ করে। তাই বলা যায় পলাশীর যুদ্ধ একটি খন্ড যুদ্ধ হলেও বাংলা তথা উপমহাদেশের রাজনীতিতে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (ক)	১	রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুদ্ধ বানানে লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য না দিতে পারলে ।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

রাজা রামমোহন রায়

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (খ)	২	বিদ্যাসাগর কিভাবে গদ্য সাহিত্যেও উন্নতি করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি করেছিলেন শুধুমাত্র এ কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য সাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করেন বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব। সে অভাব পুরণের জন্য তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হন এবং বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনা করেন। ফলে তাকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয় ।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (গ)	৩	ফাতেমার চরিত্রের সাথে বেগম রোকেয়ার মিল খুঁজে পাওয়া যায় সে তথ্যটি উদ্দীপকের তথ্যের সাথে মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের তথ্য অনুযায়ী বেগম রোকেয়ার কর্মকান্ডের বর্ণনা করতে পারলে ।
	১	শুদ্ধ বানানে বেগম রোকেয়ার নাম লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ফাতেমার চরিত্রের সাথে মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার মিল লক্ষ্য করা যায়। বেগম রোকেয়ার সময়কাল সমাজের মেয়েরা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য এক রকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজে ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দী। বেগম রোকেয়া এ সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার লেখনী শক্তি দিয়ে নারী সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হল অবরোধ বাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন। সমাজের শিক্ষা বঞ্চিত নারী সমাজকে মুক্তি দিতে তিনি তার স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক তালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

উদ্দীপকে সোনাপুর গ্রামের মুসলিম মেয়েরা অধিকার বঞ্চিত ছিল। ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদেরকে প্রায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। সমাজে ছিল নারীদের করুন দশা থেকে মুক্তি দিতে ফাতেমা কাজ করেন এবং শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উপরিউক্ত তথ্যের আলোকে আমরা বলতে পারি ফাতিমার চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া মিল লক্ষ্য করা যায় ।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৭ (ঘ)	৪	নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদান পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে তার রচনা ও কর্মকান্ড যে বর্তমানেও নারীদের উৎসাহিত করছে তার সঠিক যুক্তি দিতে পারলে ।
	৩	নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদান ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদানের ব্যাখ্যায় তথ্যের স্বল্পতা থাকলে ।
	১	নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদানের যে কোন একটি তথ্য লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বর্তমান নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বেগম রোকেয়ার অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালী মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল । মুসলমান সমাজের মেয়েরা অন্যান্য সামাজিক অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল । মুসলাম মেয়েদের এই বন্দিদশা থেকে বেগম রোকেয়া মুক্তির ডাক দিলেন । বড় ভাইয়ের একান্ত উৎসাহে তিনি উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষালাভ করেন । কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন । সমাজের কুসংস্কার নারী সমাজের অবহেলা বঞ্চনার করুণ চিত্র তিনি নিজ চোখে দেখে তৎকালিন অবহেলিত নারী সমাজকে শিক্ষা সচেতন করার চেষ্টা করেন । তার সব রচনাই ছিল নারী শিক্ষা, নারী জাগরণ কেন্দ্রিক । যা বর্তমানেও নারীদের উৎসাহিত ও প্রভাবিত করে ।

বর্তমান সমাজে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো সে আমলের মত নয় । পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বর্তমান শিক্ষা, সাহিত্যে যথেষ্ট অবদান রাখছে । আধুনিক যুগে সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞান, দর্শনসহ শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা অবদান রাখছে । আজকের এ অগ্রগতির নেপথ্যে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া অন্যতম ।

উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি মনে করি বর্তমান নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বেগম রোকেয়ার অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ । সে যুগে বেগম রোকেয়া যদি নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে কাজ না করত তাহলে হয়তো আজকের নারীদেও আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হতো না ।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৮ (ক)	১	১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ বা সাল লিখতে পারলে
	০	১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ বা সাল লিখতে না পারলে

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৮ (খ)	২	ছয়দফা আন্দোলনকে সামনে রেখে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	ছয়দফাকে বাঙ্গালির মুক্তির সনদ বলার কারণ পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে না পারলে।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

ছয়দফাকে বাঙ্গালির মুক্তির সনদ বলা হয়। ছয়দফার মধ্যে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয় যেগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। যেমন, ফেডারেল রাষ্ট্রের গঠন, সার্বভৌম প্রাদেশিক আইনসভা। আঞ্চলিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, প্রদেশের জন্য মিলিশিয়া বাহিনী গঠন ইত্যাদি। ছয়দফা আন্দোলনকে সামনে রেখে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৮ (গ)	৩	উদ্দীপকের মামলার সাথে পাঠ্যবইয়ের আগরতলা মামলার সাদৃশ্য উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা লিখতে পারলে।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত মামলার সাথে পাঠ্যবইয়ের আগরতলা মামলার সাদৃশ্য রয়েছে।

জনমানুষের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অধিক সম্পৃক্ততায় তাকে পূর্ব পাকিস্তানের জননেতায় পরিণত করেছিল। ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্র পক্ষের অভিযোগ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয় যেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য এ মামলাটির নাম হয় আগরতলা মামলা। যে উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করেছিল, তা অদৌ সফল হয়নি। এ সময় বাঙালির আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। সুতরাং বলা যায় পাঠ্যবইয়ের আগরতলা মামলার সাথে উদ্দীপকে উল্লেখিত মামলার মিল রয়েছে।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৮ (ঘ)	৪	এ মামলাকে কেন্দ্র করেই বাঙালি একত্রিত হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে। ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের গণবিক্ষোভ ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। এ বিষয়গুলো জাতীয়বাদী চেতনার উন্মেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
	৩	আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার ব্যাখ্যা দিতে পারলে।
	২	আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারলে।
	১	আগরতলা মামলা পরবর্তীর যে কোন একটি আন্দোলনের নাম লিখতে পারলে।
	০	তথ্য ভুল থাকলে।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

আগরতলা মামলা পরবর্তীতে জাতীয়তাবদী চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

আগরতলা মামলার বিচার কাজ চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের গণবিক্ষোভ ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করলে ঢাকাবাসি গর্জে উঠে। তার মৃতদেহ নিয়ে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। পরিস্থিতি শান্ত করতে আইয়ুব সরকার মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যরলে মুক্তি দিয়ে বৈঠকে বসার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু মাওলানা ভাসানীসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। শেষ পর্যন্ত সরকার নতি স্বীকার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়। এ মামলাকে কেন্দ্র করেই বাঙালি একত্রিত হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে। অতএব উল্লিখিত মামলাই পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (ক)	১	কামরুল হাসন এর নাম শুদ্ধ বানানে লিখতে পারলে ।
	০	কামরুল হাসানের নাম শুদ্ধ বানানে লিখতে না পারলে ।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় পতাকার রূপকার পটুয়া কামরুল হাসান ।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (খ)	২	অগনিত শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য স্মৃধিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল কার তাদের অবদান বাঙালি কখনও ভুলবে না । তা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	অগনিত শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য স্মৃধিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল শুধু এ তথ্যটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নাম না জানা শহীদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় জাতীয় স্মৃতি সৌধ । এটি ঢাকা শহর থেকে অল্প দূরে সাভারে অবস্থিত । ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে বাঙ্গালী স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে । আর জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯ (গ)	৩	১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন এবং ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার সুস্পষ্ট নির্দেশনা 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এ ঘোষণাটি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ভূমিকা রেখেছিল তার ব্যাখ্যা দিতে পারলে ।
	২	১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন এবং ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার সুস্পষ্ট নির্দেশনা 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এ ঘোষণাটি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ভূমিকা রেখেছিল তার আংশিক ব্যাখ্যা দিলে ।
	১	১৯৭০ সালের নির্বাচন বা ৭ই মার্চের ভাষণের যে কোন একটি আংশিক ব্যাখ্যা দিলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে উল্লেখিত ১নং ঘটনায় ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের প্রাদেশিক ও জাতীয় নির্বাচন ও ২নং ঘটনায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করায় এ দশেরর নেতৃত্বে সরকার গঠন ছিল ন্যায় সংগত । কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তওে গড়িমসি আরম্ভ করেন । ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদেও অধিবেশন ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । ঐদিন ছাত্রলীগের নেতারা স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে । ২ মার্চ সারাদেশে ধর্মঘটের ডাক দেয় । ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ স্বাধীনতার ইসতেহার ঘোষণা করে । সরকারি বেসরকারি সর্বস্তরের জনগণ একাত্মতা ঘোষণা কওে এ আন্দোলনে যোগদান করে । তিনদিনের হরতালে ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোল তুঙ্গে উঠে । ইয়াহিয়া খান ভীত সন্তস্ত্র হয়ে ২৫ মার্চ জাতীয় অধিবেশন আহ্বান করেন । ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ২য় ঘটনায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চেও ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা । উক্ত ভাষণে তিনি বলেন আমার অনুরোধ প্রত্যেক মহল্লায় ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন । হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন ।

তিনি আরো বলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।' ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় । যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ভূমিকা রাখে ।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
৯ (ঘ)	৪	১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনগত গঠনে এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বিভিন্ন কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দিয়ে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অর্জনে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনগত গঠনে এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বিভিন্ন কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দিয়ে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় অর্জনে তার ভূমিকা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারলে ।
	২	১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনগত গঠন বা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বিভিন্ন কর্মকান্ডের যে কোন একটি ব্যাখ্যা দিতে পারলে ।
	১	১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনগত গঠন বা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বিভিন্ন কর্মকান্ডের যে কোন একটির আংশিক ব্যাখ্যা দিতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য দিতে না পারলে ।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত ৩নং ঘটনা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন । এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা ।

সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ দেয় । বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সৃষ্টি ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন । ১০ এপ্রিল চারটি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে চারজন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে । ১১ই এপ্রিল পুনর্গঠিত করে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় । এছাড়া বেশ কিছু সাব- সেক্টর তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয় । প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধ ছিল । এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল । এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র যুবক নারী কৃষক রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থক শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল । বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনিতে হামলা চালায় । মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে গড়ে উঠেছিল । যারা পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল । তাই বলা যায় মুজিবনগর সরকার গঠন ব্যতিত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব ছিল না ।

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১০ (ক)	১	১০ জানুয়ারি লিখতে পারলে ।
	০	তারিখ লিখতে ভুল করলে ।

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন ।

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১০ (খ)	২	১৯৭০ সালের সাধারণত নির্বাচনের ফলাফল উল্লেখ করতে পারলে ।
	১	১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আংশিক ফলাফল উল্লেখ করতে পারলে ।
	০	তথ্যের ভুল থাকলে ।

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর ।

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২ টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন লাভ করে । সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট আসন লাভ করে ১৬৭টি । পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি পেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ অর্জন করেন ।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১০ (গ)	৩	রীমা যে হত্যাকান্ডের কথা জেনেছে তা পাঠ্যপুস্তকে ১৯৫৭ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের হত্যাকান্ডের সাথে সামঞ্জস্য তা উল্লেখপূর্বক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের ঘটনা বর্ণনা করতে পারলে ।
	২	বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের ঘটনা বর্ণনা করতে পারলে ।
	১	বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের হত্যাকান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যেটি উল্লেখ করতে পারলে ।
	০	তথ্যে ভুল থাকলে ।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত রীমা যে হত্যকান্ডের কথা জানতে পেরেছে তা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের উপর নির্মম হত্যাকান্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ।

১৫ই আগষ্ট সেদিন ভোরের আলো তখনও ভালভাবে ফুটে উঠেনি । জাতির পিতা স্বপরিবারে ঘুমিয়ে আছেন ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের বাড়িতে । ঘাতকের দল ট্যাংক, কামান, মেশিনগানসহ অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে । টার্গেট তার পরিবার এবং আত্মীয় পরিজনকে হত্যা করা । আনুমানিক ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আক্রমণ শুরু হয় । নীলনক্সা অনুযায়ী খুনি ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতির পিতার পরিবারের উপর ।

চিৎকার হট্টগোল আর গুলির শব্দে ঘুম ভাঙ্গে বঙ্গবন্ধু পরিবারের । একে একে হত্যা করা হয় বাড়ির প্রতিটি সদস্যকে । শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি । স্টেইনগান থেকে বঙ্গবন্ধুর বুক লক্ষ্য করে গুলি করে ঘাতকের দল । হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামালসহ পরিবারের মোট ১৮জন সদস্যকে । বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান । উদ্দীপকে উক্ত ঘটনার বর্ণনা শুনে রীমা মর্মাহত হয় ।

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১০ (ঘ)	৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাজনৈতিক অবদান, আত্মত্যাগ ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বাঙালি জাতি কোনদিন যে তার অবদান ভুলতে পারবে না তার যুক্তি তুলে ধরতে পারলে ।
	৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাজনৈতিক অবদান, আত্মত্যাগ ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের বর্ণনা দিতে পারলে ।
	২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাজনৈতিক অবদান, আত্মত্যাগ ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের আংশিক বিবরণ দিলে ।
	১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাজনৈতিক অবদান/ আত্মত্যাগ/ বিভিন্ন কর্মকান্ডের যে কোন একটি তথ্য দিতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য না থাকলে ।

১০ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । তাঁর সারা জীবনের কর্মকান্ড আন্দোলন-সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালির জাতির মুক্তির লক্ষ্যে । ৪৮ ও ৫২ ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন । ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান । ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুবখানের সামরিক বিরোধী আন্দোলন । ১৯৬৬ সালে ছয়দফা কর্মসূচি পেশ ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান । ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান ।

পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে তিনি ১২ বছর কাটিয়েছেন কারাগারে । তার বলিষ্ঠ আপোষহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি । বঙ্গবন্ধুর এ সমস্ত অবদান চিরস্মরণীয় । কাজেই বাঙালি জাতি উনাকে চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে ।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১১ (ক)	১	১৮৫৭ সালে লিখতে পারলে ।
	০	১৮৫৭ সালে লিখতে না পারলে ।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

১৮৭৫ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল ।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১১ (খ)	২	বাংলা চুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বাংলা চুক্তির কারণ ব্যাখ্যা কথ্য কম থাকলে
	০	সঠিক তথ্য না দিতে পারলে ।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন । বাংলায় হিন্দু মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য এই দূরদর্শী, বাস্তবাদী নেতা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি করা হয় । নি:সন্দেহে তার এই প্রচেষ্টা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল ।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১১ (গ)	৩	উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের বঙ্গভঙ্গের প্রসাশনিক কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ লিখে প্রশাসনিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বঙ্গভঙ্গের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য না দিতে পারলে ।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি ১৯০৫ সালের বিষযটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ । উপমহাদেশের একতৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে । কলকাতা থেকে পূর্বাঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসন কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ । যে কারণে লর্ড কার্জন এতবড় অঞ্চলকে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে রাখা যুক্তিসংগত মনে করেননি । তাই ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার পরিকল্পনা করেন এবং তা ১৯০৫ সালে তা কার্যকর করা হয় ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আরো একটি কারণ হল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমস্যা । তখন কলকাতা হয়ে উঠিছিঠল আথ-সামাজিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র । শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতাকে ঘিরে । ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যবহত হয় । এ অবস্থার কথা চিন্তা করে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন দেখা দেয় । উদ্দীপকে ইসমাইল খানের কর্মকান্ডে উল্লিখিত ঘটনারই প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাওয়া যায় । ।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	**নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**
১১ (ঘ)	৪	প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও যে বঙ্গভঙ্গের পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল তার যুক্তি তুলে ধরতে পারলে ।
	৩	রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	রাজনৈতিক কারণের আংশিক ব্যাখ্যা দিলে ।
	১	রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিক তথ্য না দিতে পারলে ।

১১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণই দেশভাগের জন্য একমাত্র কারণ বলে মনে করি না । এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল । লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন । বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়বাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল । কংগ্রেস নেতারা কলকাতা থেকেই সারা ভারতে আন্দোলনে নেতৃত্বে দিতেন । সুতরাং কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য । হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল বৃটিশ প্রশাসনের জন্য বিপদজনক । ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙ্গালির শক্তিকে দূর্বল করা হল । অপরদিকে পূর্ববাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো । এভাবে কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন ।